আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

International Women's Day

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ: নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন

Equal access to education, training and science and technology: Pathway to decent work for women

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৪ ফাল্গুন ১৪১৭
০৮ মার্চ ২০১১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ১০১তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিশ্বের নারী সম্প্রদায়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে সকল উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সমাজ ও জাতি গঠনেও নারীসমাজ কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি এসব পদক্ষেপ নারী সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নারী সমাজকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে তাদের উন্নত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী। প্রেক্ষিতে এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'Equal access to education, training and science and technology: Pathway to decent work for women' অর্থাৎ 'শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ: নিশ্চিত করবে কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী উন্নয়নে নারী পুরুষ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমি নারী-পুরুষ সকলের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে-সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব নারী দিবস-২০১১ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন ঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ আশরাফ হোসেন, মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

দেশের টেকসই সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য্য অনুসঙ্গ হচ্ছে- নারীর উন্নয়ন। গানিতিক হিসাবে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক, নারী সমাজকে অনগ্রসর রেখে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন অবাস্তব। ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে সংগত প্রশ্ন- উন্নয়ন কার জন্য? জবাব মানুষের জন্য। মানুষের শ্রেষ্ঠ অর্ধেক নারী। সুতরাং ন্যায়তঃ নারী উন্নয়নের অর্ধেকের অংশীদার। নারী-পুরুষের উন্নয়ন নিয়েই দেশের আপামর মানুষের উন্নয়ন।

বাস্তবতা হচ্ছে- নারী তুলনামূলক বিচারে পুরুষের চেয়ে অনগ্রসর, পিছিয়েপরা ও সুবিধাবঞ্চিত। পুরুষ তান্ত্রিকতার ধারাবাহিকতায় নারী এখনও অধস্থন। নারী-পুরুষের এই উর্ধস্তন ও অধস্তন ধারণার উপর আমাদের সমাজের রীতিনীতি, দৈনন্দিন দিনাচার, মূল্যবোধ ও কর্মসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিদ্যমান সামাজিক বাতাবরনের অধস্তনে থেকে নারী এখনও তার ন্যায্য হিস্যা হতে বঞ্চিত হচ্ছে; উপেক্ষিত হচ্ছে। নারীকে গর্ভধারণ, শিশু পরিচর্যা, ঘরকন্না ও গৃহস্থালীর কাজের মতো তথাকথিত অনুৎপাদনশীল কাজে সীমাবদ্ধ রাখার একটি হীন প্রয়াস এখনও সমাজে বিদ্যমান। প্রকৃত বিচারেও একান্তই প্রজনন সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতিত অন্য কোন কাজ লিঙ্গ সুনির্দিষ্ট নয়।

আশার কথা- অবাধ তথ্য প্রবাহ ও বিশ্বায়নের অভিঘাতে আমাদের দেশের নারী আন্দোলন কালক্রমে বেগবান হচ্ছে। নারীরা অধিকার সচেতন হয়েছেন। পাশাপাশি পুরুষদের মাঝেও বোধদয় হচ্ছে- নারীর অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার, মানুষ হিসাবে নারীর মাঝে বিদ্যমান সকল সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার অনুকূল নারী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির।

এমনি একটি সামাজিক টানা পোড়েনের প্রেক্ষাপটে প্রতি বছরের মতো এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতে যাচ্ছে- আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "Equal access to education, training and science and technology: Pathway to decent work for women" এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্যের সাথে সংগতি রেখে বর্তমান লেখাটি পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

লেখাটির মূল সুর নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা। নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা অনুধাবন করতে হলে নারীর ক্ষমতায়ন ধারণাটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। সাদামাটাভাবে, বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশ গ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম মাপকাঠি। অনুমেয় যে, নারীর ক্ষমতায়ন একটি আপেক্ষিক ধারণা। সামাজিক সুষম উন্নয়নের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াটি পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত। যতবেশি নারীর ক্ষমতায়ন হবে ততবেশি সুষম উন্নয়নের অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অন্যতম ধাপ হচ্ছে নারীর অংশগ্রহণ। তা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সর্বক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করতে হবে। পরবর্তী ধাপ হচ্ছে- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করা। এটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া ফলপ্রসুভাবে যত এগিয়ে যাবে ততই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য আইনী অবকাঠামো যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য নারীর সক্ষমতা তথা দক্ষতা অর্জন। দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের চাবীকাঠি হচ্ছে, শিক্ষা-প্রশিক্ষণে নারীর প্রবেশাধিকার সুগম করা। তা সুগম হলে নারী অর্থনৈতিক সয়ম্ভরতা অর্জনে সমর্থ হবে। তাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংস্কৃতিতে নারীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

শিক্ষার এ ক্ষেত্রে দ্বিমূখী ভূমিকা রয়েছে। সুশিক্ষা মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। কুপমন্ডুকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সুশিক্ষা অনুপ্রেরনা জোগায়। সুশিক্ষা মানুষের লিঙ্গ ভিত্তিক পরিচয়কে ছাপিয়ে মনুষ্য পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়। ফলে পুরুষ নারীকে নারী পরিচয়ের উর্ধে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে নৈতিক তাগিদ অনুভব করে। অপর দিকে নারীও পুরুষকে, উর্ধস্তন হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে অনুপ্রেরণা দান করে। এতে করে নারী পুরুষের সম মর্যাদাভিত্তিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়। ফলশ্রুতিতে নারী-পুরুষ পরস্পরের বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে সহায়ক ভূমিকা পালনে সমাজে অনুকূল সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় আমাদের সমাজে নারী যেহেতু তুলনামূলক বিচারে পশ্চাৎপদ সেহেতু শিক্ষার মাধ্যমে এমন দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত করতে হবে যাতে নারী বান্ধব একটি সমাজ গড়ে ওঠে; যেখানে নারীর জন্য প্রদেয় বিশেষ সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে তার পশ্চাৎপদতা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ঘোচাতে সক্ষম হয়।

শিক্ষার অপর মৌলিক ভূমিকা হচ্ছে- জ্ঞানকে জীবন-জীবিকার উন্নয়নে প্রয়োগ করার সক্ষমতা দান। তাই শিক্ষায় নারীর প্রবেশ গম্যতা বিভিন্ন প্রনোদনার মাধ্যমে উৎসাহিত করা সম্ভব হলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির সকল স্তরে নারীর অংশীদারিত্ব কালক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে নারী-পুরুষ সমানুপাতিক হবে। সমাজে নারী-পুরুষের জীবন-জীবিকায় তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারীর পরনির্ভরতা হ্রাস পাবে, যা নারীকে এতদিন নতজানু করে রেখেছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষাই পারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবশেষগুলি দূরীভূত করে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মান করতে। সে সমাজে নারী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি পর্যায়ে যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে মেলে ধরতে পারবে। এতে নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হবে। প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী কার্যকর অংশগ্রহণ করে পশ্চাৎপদতা ঘোচাতে সমর্থ হবে। নারী হিসাবে তার প্রাপ্য হিস্যা বুঝে নিতে সক্ষম হবে। অদূর ভবিষ্যতে লিঙ্গ বৈষম্যহীন একটি সমাজ বিনির্মান সম্ভব হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন সহায়ক নীতি ও কর্মকৌশল ঃ

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমাদের সংবিধানের কথা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর সম অধিকারের কথা আমাদের সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের ১০, ১৯(১) এবং ২৮(২) ধারায় জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার রয়েছে। সর্বপরি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাথে নারীর সম অধিকারের স্বীকৃতি আমাদের মহান সংবিধানে রয়েছে।

বেইজিং এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত Platform for Action (PFA) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। PFA সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কর্মকৌশলে নারী উন্নয়ন বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্তকরণে গুরুত্বারোপ করেছে। PFA তে উল্লেখ আছে যে, ".....Government and other actors should promote an active and visible policy of mainstreaming a gender perspective in all policies and programmes so that, before decisions are taken, an analysis is made of their effects on women and men, respectively (Para 202). বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীর অসম সুযোগের কথা বলা হয়েছে।

তা'ছাড়া রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কতিপয় ধারায় সংরক্ষণসহ এ সনদে অনুসাক্ষর করে।

১৯৯৭ সালে গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, ".....দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কারিগরী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সমান সুযোগের অভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। ....." এ বাস্তবতায় নারী উন্নয়ন নীতিতে " ..... মেয়ে শিশু ও নারী সমাজের শিক্ষা প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া"র অঙ্গীকার রয়েছে।

"দিন বদলের পদক্ষেপ" শীর্ষক জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র-২ (সংশোধিত) ২০০৯-১১ তে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য নিরসনে দ্বিমূখী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমত: লিঙ্গ সমস্যাকে সকল বিষয়গত নীতি কাঠামোয় অঙ্গীভূত করা হয়েছে এবং খাত ভিত্তিক উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: নারীর অগ্রগতি ও অধিকার শিরোনামে একটি নির্দিষ্ট নীতি কাঠামোয় জেন্ডার সমতার অংগীকার বিষয়ে স্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ নারী শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে "নারী শিক্ষা" শীর্ষক আলাদা একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। সেখানে নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপে বিধৃত হয়েছে-

- নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।
- সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা পালন করা।
- যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও তাঁর সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

দেশের সংবিধানে বিধৃত অঙ্গীকার, আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত অঙ্গীকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নীতি ও কর্ম কৌশল অনুসারে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রনোদনামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর সুফল ও পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন জীবিকা ও পেশায় নারীর নজর কাড়া অংশগ্রহণ ও সাফল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া যে ত্বরান্বিত হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে, নারী পুরুষ সমতার বিবেচনায় এখনও আমাদেরকে অনেক পথ চলতে হবে।

অন্যান্য অনুঘটক সমূহ ঃ

উন্নয়নকে সমাজের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করে এর বিপরীতে নারীকে নিয়ে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন ধারনার জন্ম হয়েছে। তন্মধ্যে উন্নয়নে নারী (Women in Development), উন্নয়ন ও নারী (Women and Development), জেন্ডার ও উন্নয়ন (Gender and Development) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সকল মতবাদেই এটা স্বীকৃত যে পুরুষের বিপরীতে সাধারনভাবে নারীরা নেতিবাচক বৈষম্যের শিকার এবং পশ্চাৎপদ। এ পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাপি একটি জনমত সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রেক্ষিত বিচারে দেশে দেশে এর মাত্রার তারতম্য রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের মুক্ত চিন্তার বিবেকবান মানুষ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক আইন প্রণয়নের নানাবিধ উপাদানের পাশাপাশি জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ তাদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাবে।

এ বিশ্বাসের উপর ভর করে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে একটি শক্তিশালী এনজিও নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্ক মাঠ পর্যায়ে নারীর বিভিন্নমূখী ক্ষমতায়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অপরদিকে আমাদের দেশে নারী সংগঠনগুলোও জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাকে অবলম্বন করে নারীর বিভিন্নমূখী ক্ষমতায়নে অত্যন্ত উচ্চকিত।

সেই সাথে যুক্ত হয়েছে মুক্ত চিন্তার ধারক, মৌলবাদের বিরুদ্ধে নিয়ত প্রতিবাদমুখর নারী বান্ধব সুশীল সমাজ। এরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, নারীর ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের মধ্যে মৌলবাদকে প্রতিহত করার অমিত সম্ভাবনা নিহীত রয়েছে।

এদের সহায়ক হিসাবে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী নারীবান্ধব প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। সর্বোপরি রাজনৈতিক অঙ্গনে অব্যাহতভাবে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও মূল্যবোধের চর্চা প্রকারন্তরে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নকেই শক্তি যোগায়।

শেষ কথা ঃ

শিক্ষাকে অবলম্বন করে মানুষের পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীর প্রবেশাধিকার সুগম করে নারীর সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর ক্ষমতায়ন একটি সমাজ বিবর্তনমূলক বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ কর্মযজ্ঞটি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এখন আমাদের সকলের নিরলস ও সচেতন কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে একে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মানের অভীষ্ট পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ ফাল্গুন ১৪১৭
০৮ মার্চ ২০১১

বাণী

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিকভাবে নারী দিবস পালিত হয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। সময়ের এই প্রবাহে নানা বাধা, প্রতিকূলতার মাঝে রচিত হয়েছে সাফল্যের গৌরব গাঁথা ইতিহাস। নারী আন্দোলনের রয়েছে বহু অর্জন কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি। নারী দিবস উদযাপনে এবারের প্রতিপাদ্য "শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ: নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন"। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের মধ্যদিয়ে নারী হয়ে উঠে সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্যদিয়ে নারীর জন্য উপার্জনের পথ সুসংহত করা অপরিহার্য। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থানের চাবিকাঠি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নারীকে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয়ে বদ্ধপরিকর।

বিশ্বায়নের এই যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি, হস্তশিল্প, ব্লক, বাটিক, সেলাই, কম্পিউটার, গবাদি-পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, বিউটিফিকেশনসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সাভারের জিরানীতে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীতে সেলাই, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া রংপুরে পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্রে নারীদের বিকেএমই এর সহায়তায় সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরবর্তীতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বগুড়ার সারিয়াকান্দি, রাজশাহী, দিনাজপুর ও বাগেরহাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নারী সমাজ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সমসুযোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বীয় মেধা ও দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করবে ও বিশ্বায়নের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে- এই হোক নারী দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ ফাল্গুন ১৪১৭
০৮ মার্চ ২০১১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৮ মার্চ ২০১১ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- `Equal access to education, training and science and technology: Pathway to decent work for women.' অর্থাৎ 'শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ নারীর জন্য ভাল কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন' নিশ্চিত করবে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী সমাজের অনগ্রসরতার কারণগুলো চিহ্নিত করে সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সকল সনদ, ঘোষণা ও সিদ্ধান্তসমূহ আমরা অনুসমর্থন করেছি এবং সে সব লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১১ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

ভারপ্রাপ্ত সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ ফাল্গুন ১৪১৭
০৮ মার্চ ২০১১

বাণী

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারী উন্নয়ন ও প্রগতির ইতিহাসে এ দিনটি অবিস্মরণীয়। এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি নারীনেত্রী ক্লারা জেটকিন (Clara Zetkin) সহ সকল মহিয়সী নারীদের যাঁরা নারী অধিকার আদায় ও প্রগতির সংগ্রামে সম্পৃক্ত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ এর প্রতিপাদ্য- "Equal access to education, training and science and technology: Pathway to decent work for women." "শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ ঃ নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন"।

সরকার নারীদের জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণে নারীকে সমান সুযোগ দেয়াসহ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, ঋণ প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করা জাতীয় নারী নীতির অন্তর্ভূক্ত। অর্থনৈতিক বৈষম্যসহ ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণের ক্ষেত্রে নারীদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা- ২০০৯ এ বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সরকার মহিলাদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কৃষি ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের অনগ্রসর নারীগোষ্ঠী কম্পিউটারসহ অন্যান্য কারিগরী বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে।

এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্তমান সরকারের কর্মপরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতার সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। নারী সমাজের উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা আত্ম-নির্ভরশীল, মর্যাদাসম্পন্ন ও গর্বিত জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হব। আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত এ বছরের প্রতিপাদ্য- "শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ ঃ নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন" এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ এর সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তারিক-উল-ইসলাম

UN WOMEN
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women